যুগান্তর

তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...৪......

গণধর্ষণের শিকার নেপালি ছাত্রী পড়া বন্ধ করে ফিরে গেলেন

ঘটনা ধামাচাপার চেষ্টার অভিযোগ সিটি ডেন্টাল কর্তৃপক্ষ ও হাজী মকবুলের বিরুদ্ধে

আলাউদ্দিন আরিফ

গণধর্ষণের শিকার রাজধানীর মালিবাগে সিটি ডেন্টাল কলেজের নেপালি ছাত্রী লেখাপড়া বন্ধ করে দেশে ফিরে গেছেন। কলেজটির প্রিন্সিপাল এবং আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী সাবেক এক এমপি সালিশ করে ধর্ষকদের দায়মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। তবে নেপালি ও অন্য শিক্ষার্থীদের বিরোধিতায় সেটা সম্ভব হয়নি। মামলার তদন্ত সংস্থা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

গোয়েন্দা সূত্র আরও জানায়, ধর্ষণকারী বাংলাদেশী নাগরিককে শনিবার গ্রেফতার করে রোববার দু'দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। মূল অভিযুক্ত নেপালি নাগরিককে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

মামলার তদারকি কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইকবাল হোছাইন যুগান্তরকে জানান, নেপালি নাগরিক অরুন কুমার চৌধুরী জ্যোতি দ্বীপ নামের কনসালটেন্সি ফার্মের মালিক। ওই ফার্মের মাধ্যমে নেপালি ছাত্রী গত বছর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার সিটি ডেন্টাল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। তিনি কলেজের নিজস্ব ছাত্রাবাসে থাকতেন। অরুন তাকে জানায়, ছাত্রী টুরিস্ট ভিসায় এসেছেন। তাই স্টুডেন্ট ভিসায় বদল **শিকার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪**

শিকার : গণধর্ষণের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

-করার জন্য তাকে আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে। ছাত্রী দেশী লোক হিসেবে তার সঙ্গে যেতে রাজি হন। অরুন ৬ এপ্রিল তাকে মালিবাগ থেকে রিকশাযোগে মৌচাক নেয়। সেখানে পূর্বপরিকল্পিতভাবে আগে থেকেই অপেক্ষমাণ ছিল আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মকবুলের মালিকানাধীন মোহাম্মদীয় হাউজিংয়ের ৮২/২, বাড়ির কেয়ারটেকার সৈয়দ আবু খালিদ ইবনে হাক্কানি ওরফে বাদশা। তারা একটি ফাস্টফুডের দোকানে নিয়ে ছাত্রীকে ঘুমের বড়ি মেশানো ফ্রুটিকা ম্যাংগো জুস খেতে দেয়। একটু খাওয়ার পর ছাত্রী আর খাননি। এতে ছাত্রী কিছুটা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দু'বার বমি করেন। গাড়িতেই মেয়েটির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে অরুন। পরে ছাত্রীকে মোহাম্মদপুরে অরুণের ভাড়া বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রুটি, চিকেন কাবাব ও ঘুমের ওষুধ মেশানো কোকাকোলা খেতে দেয়া হয়। কোকাকোলা খাওয়ার পর মেয়েটি অচেতন হয়ে পড়লে অরুন তাকে ধর্ষণ করে। এরপর ধর্ষণ করে অরুণের বাংলাদেশী সহযোগী হাক্কানি। পরে ছাত্রী মোবাইল ফোনে সিকদার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত নেপালি শিক্ষার্থীদের বিষয়টি জানান। তারা মোহাম্মদপুরে গিয়ে ছাত্রীকে উদ্ধার করেন। সেখান থেকে তারা নিয়ে যান সিটি ডেন্টাল কলেজে।

এদিকে ছাত্রী গণধর্ষিত হওয়ার বিষয়টি সিটি ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল এএসএম বদরুদ্দোজাকে জানানো হয়। তিনি কলেজের মালিক ও চেয়ারম্যান। ৭ এপ্রিল রাতে কলেজে সালিশ বৈঠক বসানো হয়। সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ অরুন ও হাক্কানিকে ডেকে নেয়। সালিশে অরুন ও হাক্কানি নিজেদের দোষ স্বীকার করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের জুতাপেটা করে। পরে দুই অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়া হয় মোহাম্মদপুরে হাজী মকবুল হোসেনের কাছে। সেখানে আবারও দু'জনকে জুতাপেটা করেন হাজী মকবুল। তিনিও কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রীর কাছে বিষয়টি মীমাংসার প্রস্তাব দেন। একপর্যায়ে ছাত্রীকে ১৫ লাখ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে ১০ লাখ টাকা পরিশোধ করবে অরুন ও ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করবে হাক্কানি। কিন্তু এতে বেঁকে বসেন নেপালি শিক্ষার্থীরা। তারা ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি অরুনের প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করার দাবি জানান। তাদের দাবি ছিল, অরুন বাংলাদেশ ও নেপাল কোথাও ব্যবসা করতে পারবে না। একপর্যায়ে বিষয়টি অবহিত করা হয় নেপাল দূতাবাসকে।

নেপাল দূতাবাস বিষয়টি আইনিভাবে মীমাংসার পরামর্শ দেয়। দূতাবাসের সহযোগিতায় ৯ এপ্রিল ছাত্রী রামপুরা থানায় মামলা করেন। দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিষয়টি পুলিশের বিশেষ শাখার অতিরিক্ত আইজিপি জাভেদ পাটোয়ারীকে অবহিত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। মামলার পরদিনই রামপুরা থানা পুলিশ আসামি অরুনকে গ্রেফতার করে। তাকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। ছাত্রীকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে পাঠানো হয়।

অরুনকে থানা পুলিশ দু'দফা রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে বিষয়টি অস্বীকার করে। রিমান্ডে অরুন দাবি করে, ছাত্রীকে এমবিবিএসে ভর্তি করানোর কথা ছিল। কিন্তু ডেন্টাল কলেজে ভর্তি করানোর কারণে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯ এপ্রিল ডিবির কাছে ন্যস্ত করা হয়। ডিবি অরুনকে পুনরায় রিমান্ডে নেয়ার আবেদন জানালেও আদালত সেটা নামঞ্জুর করেন। ২৯ এপ্রিল অরুন আদালত থেকে জামিন পায়। অরুনের পাসপোর্ট ডিবি পুলিশের কাছে জব্দ থাকার পরও সে নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দ্রুত বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যায়।

ছাত্রী কখন বাংলাদেশ ছেড়েছেন জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানান, ঘটনার প্রায় দু'মাস পর ক্ষোভে-অভিমানে ছাত্রী বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। তার চলে যাওয়ার বিষয়টি পুলিশকেও অবহিত করা হয়নি। পরে পুলিশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। ২৮ এপ্রিল ডিবি ফরেনসিক পরীক্ষার প্রতিবেদন হাতে পায়। এতে ছাত্রীকে একাধিক ব্যক্তির ধর্ষণ করার প্রমাণ মেলে। তদন্ত সূত্র জানায়, ঘটনার মূল আসামি অরুন ও হাক্কানি দু'জনই হাজী মকবুলের ছত্রচ্ছায়ায় ছিল। অরুন নেপালি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে হাজী মকবুলের মালিকানাধীন শমরিতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করাত। ছাত্রছাত্রীরা হাজী মকবুলের মালিকানাধীন ৮২/২, ভবনে থাকত। অরুন ওই ভবনের ৬ তলাতে ভাড়া থাকত। তার সঙ্গে হাজী মকবুলের বাড়ির কেয়ারটেকার হাক্কানির ঘনিষ্ঠতা ছিল।

রামপুরা থানায় মামলা করার পর আত্মগোপন করে হাক্কানি। এ দীর্ঘ সময় হাক্কানি হাজী মকবুলের সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্সের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ অফিসে থাকত বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে। ছাত্রীকে মোহাম্মদপুর নিতে যে গাড়িটি ব্যবহার হয়েছিল সেটিও হাজী মকবুলের। সর্বশেষ শনিবার তাকে যশোরের বেনাপোল থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় ডিবি।

সিটি ডেন্টাল কলেজের সেক্রেটারি অশোক রায় যুগান্তরকে বলেন, প্রথমে তারা কলেজের ইমেজের বিষয়ে চিন্তা করে নিজেরাই সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন।

তদন্ত সূত্র জানায়, অরুনের পাসপোর্ট (নং-০৬৫০৮৩৮১) তাদের কাছে জব্দ আছে। তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার জন্য ২৬ আগস্ট পুলিশ সদর দফতরের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে। সে নেপালের মাইটি এলাকার দামাইমাদাই-২-এর যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরীর ছেলে।